সমকাল

তারিখ ... 10 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩

অসময়ে বেতন ফি বাড়াচ্ছে স্কুলগুলো

অভিভাবকদের বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ

■ সাব্বির নেওয়াজ

শিক্ষাবর্ষের শেষ সময়ে এসে এখন রাজধানীর কিছু খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি ও পরীক্ষার ফি বাড়াচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্রেরও ধার ধারছে না স্কুল কমিটিগুলো। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বেতন, ফি বাড়াচ্ছেন। অসময়ে এমন ফি বাড়ানোর কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ছাত্র বেতন বাড়ানো হয়েছে অক্টোবর মাসে। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ১৫০ টাকা করে টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে। মতিঝিল মূল ক্যাম্পাস ছাড়াও বনশ্রী ও মুগদায় এ প্রতিষ্ঠানের আরও দুটি শাখা রয়েছে। তিন ক্যাম্পাস মিলে এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বেতন বাড়ানোয় এক লাফে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিমাসে আয় বেড়েছে ৩০ লাখ টাকা। এ খবর জানার পর

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

অসময়ে বেতন ফি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। গত ২৪ অক্টোবর শত শত অভিভাবক এ বিদ্যালয়ের মুদগা শাখার সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। তারা পর পর আরও দু'দিন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

অভিভাবক শওগাতুল আলম, সালাউদ্দিন মামুন, আলমগীর হোসেন, হেনা বেগম, মশিউর রহমান প্রমুখ সমকালকে বলেন, বছরের শেষে কখনও ছাত্র বেতন বাড়ানো যায় না। তারা বাড়তি ছাত্র বেতনের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান। এই অভিভাবকরা বলেন, কোচিং ব্যবসা বন্ধ করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং ভর্তিবাণিজ্য বন্ধ করলেই কেবল আগামী জানুয়ারি থেকে বাড়তি বেতন দেওয়া যেতে পারে। পরদিন ২৫ নভেম্বর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ অভিভাবক ফোরামের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জিয়াউল কবির দুলুর নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) ডিজি প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামানের সঙ্গে শিক্ষা ভবনে সাক্ষাৎ করে আকস্মিক ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি অবহিত করেন এবং আইডিয়াল স্কুলের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অবৈধ ভর্তিবাণিজ্যের বিষয়ে তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ সরকার ঘোষিত প্রতি উপজেলায় একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারি করার বিষয়টি তুলে ধরে ঢাকার মতিঝিল থানার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজকে সরকারিকরণের দাবি জানান। এ বিষয়ে তারা শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও কামনা করেন।

এদিকে, এ বিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধির খবর পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পর তথ্য পাচারের অভিযোগে অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগমের উপস্থিতিতে ২৮ অক্টোবর মল্লিক আমিরুল ইসলামকে মারধর করেন তারই কিছু সহকর্মী।

জানা গেছে, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির (অ্যাডহক কমিটি) সভাপতি পদে আসীন রয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরই বেতন বৃদ্ধির আদেশ পান অভিভাবকরা। সমকালের কাছে ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন দাবি করেন, আগের কমিটির সময়েই বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কার্যকর হয়েছে তার সময়ে। তবে একাধিক অভিভাবক বলেন, আগের কমিটির সময়ে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হলেও তারা তা কার্যকর করে যেতে পারেনি। তাই অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি এতবড় সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেন না। আইন অনুযায়ী, তিনি শুধু রুটিন দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

অভিভাবক নুসরাত নুমিয়া ন্যহিন সমকালকে বলেন, বেতন বাড়ানোর জন্য আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ জুন মাসে জারি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের লঙ্ঘন করেছেন। পরিপত্রে বেতন বাড়ানোর আগে অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করার কথা বললেও আদতে তা করা হয়নি। নামমাত্র মুখচেনা কিছু অভিভাবকদের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র। তিনি বলেন, পরিপত্রে বলা হয়েছিল, শুধু ঘাটতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ঘাটতি মেটাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ভর্তি ফি ও টিউশন ফি বৃদ্ধির মাধ্যমে নিতে পারবে। পরিপত্রে আরও বলা হয়েছে, একজন নন-এমপিও শিক্ষকের বেতন ভাতার মোট পরিমাণ কোনোভাবেই সমস্কেলের একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতনের চেয়ে বেশি হবে না। পরিপত্রের এসব ধারার প্রতিটিই এই বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করে বেতন বাড়ানো হয়েছে।

মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ : এ প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিংবডির সভাপতি খোদ শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। তার সভাপতিত্বেই সম্প্রতি এ প্রতিষ্ঠানটির বেতন ও পরীক্ষার ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অভিভাবকরা জানান, অনেকটা আকস্মিকভাবেই বেতন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করেছে কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীর বেতন গড়ে দেড়শ' টাকা বাড়ানো হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৫০ টাকা, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৫৫০ থেকে ৭৫০ টাকা এবং নবম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে ৬০০ থেকে ৭৭৫ টাকা পর্যন্ত। শুধু বেতন বৃদ্ধিই নয়, সেশন ফিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সেশন ফি আট হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি বাড়ানো হয়েছে পরীক্ষার ফি। তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষার ফি ৫০০ টাকা থেকে করা হয়েছে ৯০০ টাকা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল কাজী শরীফ উদ্দিন সমকালকে বলেন, 'গভর্নিংবডির সিদ্ধান্তক্রমেই বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।'

সভাপতি শিক্ষা সচিব সমকালকে বলেন, 'বোর্ড অব গভর্নর্সের সভায় বেতন বাড়ানো হয়েছে। সাধারণত যেই স্কুলে সহায়-সম্পদ আছে সেখানে বেতন বাড়ানোর সময় সেটি ভাবা হয়। যেখানে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কম সেখানে ছাত্রদের ওপর চাপ কমিয়ে বেতন নির্ধারণ করা হয়। সরকারের নির্দেশনা এমনই।'